অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩.৪৮৩

তারিখঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
০১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-৬

বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্র চূড়ান্তকরণ ও ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্নকরণ

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনতিবিলম্বে আপনাকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদের (১বি) দফা অনুসারে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তকৃত ভোটকেন্দ্রের তালিকার ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে। তাতে নির্ধারিত সময়ে আপনার পক্ষে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের কাজ চূড়ান্ত করা সহজ হবে।

২। **ভোটকেন্দ্র চূড়ান্তকরণ**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটগ্রহণের তারিখের ন্যূনতমপক্ষে ২৫ দিন পূর্বে ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। যে নমুনায় ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা পরিশিষ্ট-ক তে দেয়া হলো। এ বিষয়ে সর্বশেষ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৬.১২-৩৮৭(৬৪) নং পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৩। **ভোটকেন্দ্রের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ**: আদেশের ৮(৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে গেজেটে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করবেন। ৮(৫) অনুচ্ছেদের কোন বিষয় না থাকলে বা নিষ্পত্তি হওয়ার পর নির্বাচনি এলাকা ভিত্তিক ভোটকেন্দ্র সংখ্যা সংক্রান্ত একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। সেই সাথে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যাও অবহিত করতে হবে। সারসংক্ষেপ প্রেরণের সুবিধার্থে একটি ছক (পরিশিষ্ট-খ) এ পরিপত্রে সংযোজন করা হলো। আগামী **০৪ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখের মধ্যে ০২(দুই) প্রস্থ ভোটকেন্দ্রের তালিকা (সফট কপিসহ) বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করতে হবে।

৪। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১) ও (২) দফা অনুসারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে তালিকা সংগ্রহের জন্য ১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৬.১২.৪৩৬ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত করবেন। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীর মধ্য হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে বা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী বা শিক্ষকদের মধ্য হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ সম্ভব না হলেই কেবল বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের জন্য যত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তার চেয়ে **শতকরা ২০ ভাগ বেশি** সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষককে প্যানেলভুক্ত করতে হবে।

৫। **প্রার্থীর অধীন চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের বিধিনিষেধ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯(১বি) অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন অথবা অতীতে কোন সময় নিয়োজিত ছিলেন, তবে তাকে প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে না। প্যানেলভুক্ত তালিকায় এ ধরনের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম থাকলে তাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না। এমনকি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করার পরও কাউকে এ ধরনের পাওয়া গেলে তার নিয়োগ বাতিল করতে হবে। তাছাড়া যে সকল কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা বিতর্কিত অথবা যাদের সম্পর্কে সংশয়/মতবিরোধ রয়েছে, সেই সকল কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

৬। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগে বিশেষ যোগ্যতা**: প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের সময় ঐ সকল কর্মকর্তার কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা তাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস ও নিরপেক্ষতার উপরই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

৭। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা**: ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একই ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের হতে নিম্নে না হয়। অনুরূপভাবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন পোলিং অফিসারের হইতে নিম্নে না হয়।। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উহা বাধা হবে না। অর্থাৎ কোন একটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার অন্য কোন ভোটকেন্দ্রের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হইতে নিম্ন পদমর্যাদার হলেও অসামাঞ্জস্য হবে না। তাছাড়া ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সব প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হবে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যেন ঐ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া না হয়। ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের যেকোন একজনকে ঐ ভোটকেন্দ্রের ভোটার না হলে পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে। কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা যাতে প্রভাবিত হতে না পারে সে জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা যে উপজেলা/থানার বাসিন্দাকে যতদূর সম্ভব যেন উক্ত উপজেলা/থানার কোন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া না হয়। তবে কোন কোন নির্বাচনি এলাকায় বিশেষ করে যেসব নির্বাচনি এলাকা একটিমাত্র উপজেলা নিয়ে গঠিত, সেসব নির্বাচনি এলাকায় উক্ত নির্দেশনার আলোকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে নিজ উপজেলাস্থ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, চাকুরীগত বা পেশাগত কারণে অস্থায়ীভাবে কোন এলাকায় বসবাসের ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার **বাসিন্দা** বলে বিবেচিত হবে না। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার সেই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না এবং বিশেষ কোন পরিস্থিতি ব্যতীত ভোটকেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উক্ত ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। **কোন অবস্থাতেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে না** অথবা ভোটগ্রহণের কোন দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রিজাইডিং অফিসারসহ কোন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা যেন কোন প্রার্থীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে না পারে অথবা পক্ষপাতমূলক আচরণের সুযোগ না পায় অথবা কাহারও বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি না হয়, সেসব বিষয় বিবেচনা করে ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক প্রিজাইডিং অফিসারসহ অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

৮। **ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের সহায়তা গ্রহণ:** ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ভোটগ্রহণের দিন, ভোটগ্রহণের আগের দিন ও পরের দিন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষ, কমন রুম, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/সহকারী প্রধান ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত না হইলে প্রিজাইডিং অফিসারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/সহকারী প্রধানকে নির্দেশ দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সহকারী প্রধান উভয়েই ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যে কর্মকর্তা/শিক্ষক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত হবেন না, তাকে উক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বা শিক্ষককে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, তা হলে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে ভোটগ্রহণের দিনে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে অথবা অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া উল্লিখিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এবং উক্ত এলাকাধীন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। তবে এ বিষয়ে কোনক্রমেই কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে ভোটগ্রহণ দিবসের কয়েক দিন পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আপনি যথাযথ নির্দেশ প্রদান করবেন।

৯। **মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ:** মহিলা ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যথাসম্ভব মহিলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করবেন। মহিলা ভোটাররা যাতে স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে সমর্থ হন তার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতি আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের নিয়োগপত্র:** কাজের সুবিধার্থে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্রের একটি নমুনা এতদসংগে সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-গ)। এই নমুনা অনুযায়ী আপনাকে নিয়োগপত্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি কম্পিউটারে কম্পোজ অথবা স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে নিতে হবে। ছাপানোর খরচ মিটাবার জন্য পরবর্তীতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। নিয়োগপত্রের নমুনায় (পরিশিষ্ট-গ) ৪নং কলাম অনুযায়ী আপনি এমন একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম সন্নিবেশিত করবেন যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

১১। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্তকরণ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ:** ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের নিয়োগের কাজ আগামী **১২ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দল অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর যুক্তি সংগত কোন অভিযোগ থাকিলে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি তা স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত করবেন। এ লক্ষ্যে কোন প্রার্থী বা দল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার তালিকা দেখতে ইচ্ছুক হলে দেখাতে হবে। তবে কর্মকর্তাকে কোন ভোটকেন্দ্রে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা দেখানো যাবে না এবং নিয়োগপত্র জারীর পূর্বে তা প্রকাশ করা যাবে না। উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চূড়ান্ত নিয়োগের একটি তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আগামী **২৭ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন। এতদ্ব্যতীত নীতিমালা অনুযায়ী রিজার্ভ/অতিরিক্ত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদেরও আলাদা একটি তালিকা প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

১২। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:** বর্তমানে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Training of Trainers (TOT) -এর কার্যক্রম চলছে। ভোটগ্রহণের ২০(বিশ) দিন পূর্ব থেকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের তত্তাবধানে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রশিক্ষণে TOT প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। এ প্রশিক্ষণে সুপারভাইজিং প্রশিক্ষক হিসেবে আপনিও দায়িত্ব প্রদান করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ যাতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধির সাথে ভালভাবে পরিচিত হয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

০২-১২-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩.৪৮৩

তারিখঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ০১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)
২৬. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৮. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)
২৯. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

'ছক'

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম .....

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	ভোটকক্ষের (পোলিং বুথ) সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন (ভোটার এলাকার নাম)			প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য মোট ভোটার সংখ্যা		
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/ মহল্লা/ রাস্তার নাম	যে সকল কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)

উপজেলা/থানা :

ইউনিয়ন/পৌর এলাকা :

১।

২।

পরিশিষ্ট-খ

ভোটকেন্দ্রের তথ্য সম্বলিত

সারসংক্ষেপ							
উপজেলা/থানার সংখ্যা ও নাম	পৌরসভার সংখ্যা ও নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	ভোট কক্ষের সংখ্যা	ভোটার সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬(ক)	৬(খ)	৬(গ)

.....
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/
জেলা নির্বাচন অফিসার

** নতুন ভোটকেন্দ্রের নাম ও নম্বর এবং পরিবর্তিত ভোটকেন্দ্রের নাম ও নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।*

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র

জেলার নামঃ ..... নির্বাচনি এলাকার নাম ও নম্বরঃ .....

ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থানঃ ..... ভোটকক্ষের (বুথ) সংখ্যাঃ .....

যে ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সে এলাকার নামঃ

১। .....

২। .....

৩। .....

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১বি) কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে, আমি ..... নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উপরোল্লিখিত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা দানের জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করিলামঃ -

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	পোলিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করবেন।
১	২	৩	৪
১।	১।	১।	১। .....
		২।	
	২।	১।	
		২।	
	৩।	১।	
		২।	
	৪।	১।	
		২।	

স্থানঃ
তারিখঃ

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

প্রাপ্তি স্বীকার ও অংগীকারনামা
(এই অংশটুকু রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দিতে হবে)

আমি ..... উপরে বর্ণিত নিয়োগ সানুগ্রহে গ্রহণ করে অংগীকার করছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বপ্রকার দলীয়/গোষ্ঠীয়/ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত থেকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করব। আমি অবগত আছি যে, দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ব্যত্যয়ের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২; নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকব।

.....
প্রিজাইডিং অফিসার/ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার।

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নামঃ .....